দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

১৭ অক্টোবর, ২০১৮

উষ্ণায়নের ফলে সবাই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি: আনোয়ার হোসেন মঞ্জু

পানিসম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেছেন, আমাদের বুঝতে হবে এই গ্রহের পরিবর্তন আসছে। ধীরে ধীরে বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশে যে সমস্যা সৃষ্টি হবে, তার সমাধান আমাদেরই করতে হবে। মনে রাখতে হবে সরকার বসে নেই। সরকারের ওপর আস্থা রাখতে হবে। মন্ত্রী এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করার অনুরোধ জানিয়ে উষ্ণায়নের ফলে সবাই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি বলে মন্তব্য করেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর বিজয় অডিটোরিয়ামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজির আয়োজনে জলবায়ু বিষয়ক এক সেমিনারে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মেজর জেনারেল মো: এমদাদ উল বারী ও উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আবুল কাশেম মজুমদার। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরেটাস ড. আইনুন নিশাত। অনুষদের ডিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুর রাজ্জাক, সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান লে. কর্নেল লুৎফর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

পানিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, পৃথিবী আমাদের একমাত্র বাসস্থান। এখানে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চ্যালেঞ্জ আসবে। সমস্যা আসবে। তবে আমাদের সমস্যা আমাদের সমাধান করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমরা সাহায্য গ্রহণকারী দেশ। যখন আমি জার্মানি, প্যারিস বা অন্য কোন দেশে গিয়েছি, সেখানে উপস্থিত সকলেই জানে আমরা সেখানে টাকার জন্য গিয়েছি। তারা মনে করে আমরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। কিন্তু আমি এটা গ্রহণ করতে পারি না।

মন্ত্রী বলেন, ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে বলা হয়েছে আমরা বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ থেকে এসেছি। কিন্তু আমি বলেছি এটি ঠিক নয়। দিল্লি বাংলাদেশের চেয়ে বেশি দুষিত শহর। সমুদ্রের উচ্চতা বাড়লে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা, ওয়াশিংটন ডিসিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু এটা অনুমান নির্ভর। এটা এখনও প্রমাণ করে সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।

তিনি বলেন, যদি তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমাতে হয় তার অর্থ আমাদের শিল্প যুগের আগে ফিরে যেতে হবে। আমি আশ্চর্য হয়েছি কেন ভারত-চীন তাতে সায় দিল। এ দুটি দেশ এখনো উন্নত দেশে পরিনত হয়নি। কিন্তু তথাকথিত উন্নত দেশগুলো এই গ্রহের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে।

মন্ত্রী বলেন, প্যারিসে গিয়েছিলাম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে অর্থ চাইতে। কিন্তু আমাদের অর্থ দেয়া হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো মনে করে এই উষ্ণায়ন তাদের কারণে ঘটেছে এবং তাদেরকেই এই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমরা তাদের কাছে অর্থ চাইছি। আবার তাদের দোষারোপ করছি।

উন্নত দেশে ভালো ব্যবস্থাপক রয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, উন্নত দেশগুলো সমস্যা নিয়ে বেশি কথা বলে না। তারা সমস্যা সমাধানে কাজ করে। কথা ছিল উন্নত দেশগুলো তাদের জিডিপির ২ থেকে ৩ শতাংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে দেবে। জার্মানির চ্যান্সেলরকে প্রধান করে ১ টি কমিশনও গঠন হয়েছিল বলে তিনি জানান। মন্ত্রী বলেন, অনুদান চাইছি। কিন্তু আমাদের অনুদান দেয়া হচ্ছে না। বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট এসেছিলেন। তখন আমাদের অভিজ্ঞরা বলছিলেন, আমরা ক্ষতিপূরণ চাই, ঋণ চাই না।

মূল প্রবন্ধে ড. আইনুন নিশাত বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ছয় ঋতু হারিয়ে যাচ্ছে। বৈশাখ মাসে কালবৈশাখী হয় না। হেমন্ত দেখা যায় না। গ্রীন হাউজের কার্বন ডাই অক্সাইড কমানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন খাদ্য নিরাপত্তায় হুমকি। খরা দেখা যাবে। ধান জন্মাবে না। গমের ওপর নির্ভর করতে হবে। ইকোসিস্টেম পরিবর্তন হবে। অসময়ে বৃষ্টি হবে। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে এর সাথে খাপ খাওয়ানো যাবে না। এতে করে বাংলাদেশে বন্যা এবং সাইক্লোনের প্রবণতা বেড়ে যাবে। মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাবে। জাতিসংঘের আইপিসিসি'র রিপোর্টের জলবায়ু পরিবর্তের বিষয়ে যে ক্ষতি তুলে ধরা হয়েছে তা অবহিত করেন আইনুন নিশাত।

আইপিসিসি রিপোর্ট বলা হয়েছে, শিল্প বিপ্লব (১৭৫০-১৮৫০)-এর পর থেকে এই প্রথম পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কমার পরিবর্তে বেড়েই চলেছে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন। তার জেরে অ্যান্টার্টিকা আর গ্রিনল্যান্ডে বরফ গলার হার আরও বাড়ছে। আরও উষ্ণ হচ্ছে পৃথিবী। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে ২০৩০-এর মধ্যে এই তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত।

উপাচার্য তার বক্তব্যে জলবায়ু পরিবর্তনের যে ক্ষতি হতে পারে তার প্রভাব সম্পর্কে তুলে ধরেন। ক্ষতির প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য সরকারে ভূমিকাও রয়েছে বলে তিনি জানান।